

জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-বাংলা

১. ‘শেষের কবিতা’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত— [জাতীয়]

নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. গল্প খ. নাটক

গ. উপন্যাস ঘ. কবিতা উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- ‘শেষের কবিতা’ ১৯২৮ সালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ছাপা হয়।
- এই উপন্যাসে ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ আছে।
- শেষের কবিতার উল্লেখযোগ্য চরিত্র অমিত, লাভণ্য, কেতকী, শোভনলাল প্রমুখ।
- ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে, ১৮৬১ – ৭ আগস্ট, ১৯৪১ ‘গীতাঞ্জলী’ কাব্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- তাঁর কিছু বিখ্যাত উপন্যাস হলো— রাজর্ষি, নৌকাডুবি, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, দুইবোন ইত্যাদি।
- রবীন্দ্রনাথের কিছু বিখ্যাত গল্প হলো— দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, খোবাবুর প্রত্যাবর্তন, সমাপ্তি, নষ্টনাড়ু ইত্যাদি।
- তাঁর কিছু বিখ্যাত নাটক হলো— শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তধারা, ঐকতান, রক্তকরবী ইত্যাদি।

২. ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসটি কে লিখেছেন? [জাতীয়]

নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

গ. রশীদ করিম ঘ. আবুল ফজল উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে।
- ‘কাঁদো নদী কাঁদো’— এ মনঃসমীক্ষণমূলক উপন্যাসে ফুটে উঠেছে একদিকে মুহাম্মদ মুস্তফার করুণ জীবনালেখ্য, অন্যদিকে শুকিয়ে যাওয়া বাকাল নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনচিত্র।
- ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসটি চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লেখা।
- তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার পান ১৯৬১ সালে।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের (১৯২২–১৯৭১) উল্লেখযোগ্য কর্ম— লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, নয়নচারী, দুই তীর, বহির্পীর ইত্যাদি।

- হুমায়ূন আহমেদের উল্লেখযোগ্য কর্ম— নন্দিত নরকে, আঙনের পরশমণি, সৌরভ ইত্যাদি।

- আবুল ফজলের উল্লেখযোগ্য কর্ম— চৌচির, রাস্তাপ্রভাত, রেখাচিত্র ইত্যাদি।

- রশীদ করিমের উল্লেখযোগ্য কর্ম— প্রসন্নপাষণ, আমার যত গ্লানি, উত্তম পুরুষ ইত্যাদি।

৩. ‘স্বাধীনতা তুমি’ কবিতাটির কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [জাতীয়]

নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে খ. বন্দী শিবির থেকে

গ. বিধ্বস্ত নীলিমা ঘ. নিজ বাসভূমে উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- ‘স্বাধীনতা তুমি’ কবিতাটির রচয়িতা শামসুর রাহমান (১৯২৯–২০০৬)।
- ‘স্বাধীনতা তুমি’— মুক্তিযুদ্ধের সময় এপ্রিলের প্রথম দিকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে কবিতাগুলো রচনা করেন।
- ‘বন্দী শিবির থেকে’ প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায়।
- শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর ঢাকার মাহতুলীতে জন্মগ্রহণ করেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘মজলুম আদিব’ (বিপ্লব লেখক) নামে কবিতা লিখতেন।
- তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য কর্ম— প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিজ বাসভূমে, স্মৃতির শহর ইত্যাদি।
- তিনি ‘নাগরিক কবি’ হিসেবে খ্যাত।
- তাঁর বিখ্যাত উক্তি— “স্বাধীনতা তুমি, রবী ঠাকুরের অজর কবিতা” (স্বাধীনতা তুমি)।

৪. ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়’— এই গানটির রচয়িতা কে? [জাতীয়]

নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. আব্দুল লতিফ খ. নজরুল ইসলাম বাবু

গ. আলতাফ মাহমুদ ঘ. গোবিন্দ হালদার উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়’— গানটির রচয়িতা ও সুরকার হলেন আব্দুল লতিফ (১৯২৫–২০০৫)।

- ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময়ে লেখা তাঁর সবেচেয়ে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত গান— “ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়”।
- আব্দুল লতিফ (১৯২৫-২০০৫) একজন খ্যাতনামা বাংলাদেশী গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী।
- তিনি ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত আবদুল গাফফার চৌধুরীর কবিতা ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ এর প্রথম সুরকার।
- এদেশের সঙ্গীতে অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে ২০০২ সালে দেশের “সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার” হিসাবে পরিচিত “স্বাধীনতা পুরস্কার” প্রদান করা হয়।
- নজরুল ইসলাম বাবু “সব কটা জানালা খুলে দাও না”, “একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতা” গানের গীতিকার।
- আলতাফ মাহমুদ “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো” গানটির বর্তমান সুরকার।
- গোবিন্দ হালদারের উল্লেখযোগ্য গান হলো মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ইত্যাদি।

৫. কোন বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে? [জাতীয়

নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. আমি ভাত খাচ্ছি

খ. আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব

গ. আমি দুপুরে ভাত খাই

ঘ. তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ওঠ

উত্তর: ক,গ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- সমাপিকা ক্রিয়া— যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের (মনোভাব) সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: ছেলেরা বল খেলছে। এ বাক্যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে।
- অসমাপিকা ক্রিয়া— যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না। বক্তার আরো কিছু বলার থাকে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: প্রভাতে সূর্য উঠলে—। আমরা হাতমুখ ধুয়ে —। এখানে ‘উঠলে’ এবং ‘ধুয়ে’ ক্রিয়াপদগুলো দ্বারা কথা শেষ হয়নি। সুতরাং ‘উঠলে’ এবং ‘ধুয়ে’ পদ দুটোকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

৬. সিক্ত নীলাম্বরী— রেখাঙ্কিত পদের নাম কী? [জাতীয়

নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. বিশেষ্য

খ. বিশেষণ

গ. সর্বনাম

ঘ. ক্রিয়া

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- বিশেষ্য— সিক্ত নীলাম্বরী, পুণ্যে মতি হোক, আপন ভাল সবাই চায়, এ এক বিরাট সত্য, নীল একটি রঙের নাম, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, তিন আর সাথে দশ, মানুষ চেনা কঠিন, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা ভাল ইত্যাদি।
- বিশেষণ— এত অল্প ভাতে পেট ভরবে না, মাছ ধরা কি কেউ ছেড়ে দেয়, ওটা আমার দেখা শহর, পাপ কাজে সুখ নেই, নীল আকাশে চাঁদ শোভা পাচ্ছে ইত্যাদি।
- সর্বনাম— তুমি ও আমি সেখানে গিয়েছিলাম, তুমি ও আমি যাব, তুমি ও রহিম এই কাজটি করেছে ইত্যাদি।
- ক্রিয়া— তিনি গিয়েছিলেন, আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব, কী হয়েছে তোমাদের ইত্যাদি।

৭. ‘খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি’ এটি

কোন ধরনের বাক্য? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-

২০২৩]

ক. সরল

খ. জটিল

গ. যৌগিক

ঘ. খণ্ড

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- একটি পূর্ণ বাক্যে যদি একটি প্রধান খন্ডবাক্য ও এক বা একাধিক অপ্রধান খন্ড বাক্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। যেমন: খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি ইত্যাদি।
- যে বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন: পাখিগুলো নীল আকাশে উড়ছে, তিনি ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন ইত্যাদি।
- দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য যখন যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। এবং, ও, আর, অথবা, বা, কিংবা, কিন্তু, অথচ ইত্যাদি যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উদাহরণ— লোকটি ধনী কিন্তু অসৎ।

আমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আমি পড়াশোনা করব, ইত্যাদি।

- Biddabari**
your success benchmark

১২. ‘ব্যায়ামে শরীর ভালো থাকে’— এ বাক্যে ‘ব্যায়ামে’

কোন কারকে কোন বিভক্তি? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. করণে ৭মী খ. কর্মে ৭মী

গ. অপাদানে ৭মী ঘ. অধিকরণে ৭মী উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- করণ শব্দের অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। কর্তা যার দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে করণ কারক বলে।
- ক্রিয়াকে ‘কিসে’, ‘কিসের সাহায্যে’, ‘কার সাহায্যে’ দ্বারা প্রশ্ন করা হলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই করণ কারক। যেমন— ফুল দিয়ে মালা গাঁথ। সে বল খেলে ইত্যাদি।
- করণ কারক সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়।
- যাকে অবলম্বন করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্মকারক বলে। ক্রিয়াকে ‘কি’ বা ‘কাকে’ দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই কর্মকারক। যেমন— গরু ঘাস খায়, ঘোড়া গাড়ি টানে, রহিম ফুল তুলছে ইত্যাদি।
- যা থেকে কোন কিছু গৃহীত, বিচ্যুত, জাত, ভীত, উৎপন্ন, রক্ষিত ইত্যাদি হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। বাক্যের ক্রিয়া পদকে কোথা হতে, কি হতে, কিসের থেকে ইত্যাদি প্রশ্ন করলে উত্তরে যে কারক পাওয়া যায়, তাই হলো অপাদান কারক। যেমন— জমি থেকে ফসল পাই, শক্তি থেকে মুক্তো মেলে, তিলে তেল হয় ইত্যাদি।
- ক্রিয়া সম্পাদনের কাল এবং আধারকে (সময় এবং স্থানকে) অধিকারণ কারক বলে। ক্রিয়াকে ‘কোথায়’, ‘কী বিষয়ে’ দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই অধিকারণ কারক। যেমন— বনে বাঘ থাকে, শীতকালে পাত ঝরে, আকাশে চাঁদ উঠেছে ইত্যাদি।

১৩. ‘যা অধ্যয়ন করা হয়েছে’— এক কথায় কি হবে? [জাতীয়

নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. পঠিত খ. অধীত

গ. অধ্যায়িত ঘ. অধ্যায়িত উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- পঠিত— পাঠ করা হয়েছে এমন।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ—
অনতিক্রম্য—অতিক্রম করা যায় না যা।
বলাকা—উড়ন্ত পাখির ঝাঁক।
অগত্যা—গত্যন্তর না থাকা।
চাক্ষুষ—চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত।
সব্যসাচী—দু’হাত সমান চলে যার ইত্যাদি।

১৪. যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে—

[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. অচিন্তনীয় খ. ভূতপূর্ব

গ. অবিম্ব্যকারী ঘ. অভাবনীয় উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- যা চিন্তা করা যায় না—অচিন্তনীয়।
- যা পূর্বে ছিল এখন নেই—ভূতপূর্ব।
- ভাবা যায় না এমন—অভাবনীয়।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ—
ভূয়োদর্শী—বহু দেখেছে যে।
অদৃষ্টপূর্ব—পূর্বে দেখা যায়নি।
অনিন্দ্য—নিন্দার যোগ্য নয় যা।
প্লবগ—যা লাফিয়ে চলে।
লিপ্সা—লাভ করার ইচ্ছা ইত্যাদি।

১৫. ‘Editor’ শব্দের সঠিক পরিভাষা কোনটি?

[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. সম্পাদকীয় খ. সম্পাদক

গ. নির্বাচক ঘ. সাংবাদিক উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- সম্পাদকীয়— Editorial
- নির্বাচক— Elector
- সাংবাদিক— Journalist
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা—
Conciliation— মীমাংসা
Lateral— পার্শ্বিক
Jeopardise— বিপন্ন করা
Ingress— প্রবেশাধিকার
Freight— পরিবহণ মাণ্ডল ইত্যাদি।

পোস্টমাস্টার জেনারেল (পোস্টম্যান)-বাংলা

১. লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কোনটি?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাব্দল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. ধাঁধা খ. ছড়া
গ. প্রবাদ ঘ. গাথা/কাহিনী উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ছড়া মানুষের মুখে-মুখে উচ্চারিত বাংকারময় পদ্য।
- এটি সাধারণত স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- এটি সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা।
- যিনি ছড়া লেখেন তাঁকে ছড়াকার বলা হয়।
- 'ছেলেভুলানো ছড়া', 'ঘুম পাড়ানি ছড়া' ইত্যাদি ছড়া দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত।
- ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। একে হেঁয়ালি বলা হয়। যেমন— 'মাঠে ঘাটে জল নেই, গাছের মাথার জল'।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশ করা হলে তাকে প্রবাদ বলে। যেমন— 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট'।
- গাথা হলো বিশেষ্য পদ। এর অর্থ শ্লোক, গান, কাহিনীমূলক গীত। নক্সীকাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট ইত্যাদি গাথাকাব্যের উদাহরণ।

২. মাতৃভাষা মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা পৃথিবীর কততম বৃহত্তম ভাষা?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাব্দল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. ৮ম খ. ৫ম
গ. ৬ষ্ঠ ঘ. ৭ম উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিশ্বে প্রায় ২৪২ মিলিয়ন লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।
- বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী দেশ ৪টি।
- মাতৃভাষা হিসেবে বিশ্ব ভাষা তালিকায় বাংলার অবস্থান পঞ্চম।
- ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা।
- বাংলা ভাষা হলো একটি ইন্দো-আর্য ভাষা।
- ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইউরোপের মধ্যবর্তী সকল ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে আরো প্রধান দুটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যথা- কেল্টম ও শতম।

- ভাষাকে ভাবের বাহন বলা হয়।
- দেশ-কাল-পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ঘটে।

৩. রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' কত সালে প্রকাশিত হয়?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাব্দল, চট্টগ্রাম-২০২৩]
ক. ১৭৫৭ সালে খ. ১৬৬৫ সালে
গ. ১৮২০ সালে ঘ. ১৮২২ সালে উত্তর:

নোট: রাজা রামমোহন রায় রচিত 'Bengali Grammer in English Language' ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এটি পরবর্তীতে ১৮৩৩ সালে তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে অনূদিত করেন, যা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত।

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়।
- 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাঙ্গালির রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।
- এটি তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ।
- বাংলা প্রবন্ধ লেখার প্রথম কৃতিত্ব রাজা রামমোহন রায়ের।
- ১৮৩০ সালে ১৯ নভেম্বর মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেয়।
- প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহায়তায় 'ব্রাহ্ম-সমাজ' (১৮১৮) প্রতিষ্ঠা করেন।
- তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিনক 'সতীদাহ প্রথা' নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।
- তিনিই প্রথম ইংল্যান্ড গমনকারী বাঙালি।

৪. ব্যাকরণের যে অংশে শব্দ, বর্গ ও বাক্যের অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই অংশের নাম কী?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাব্দল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. অর্থতত্ত্ব খ. বাক্যতত্ত্ব
গ. রূপতত্ত্ব ঘ. বর্ণতত্ত্ব উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অর্থতত্ত্বের অন্য নাম বাগর্থতত্ত্ব।
- সকল ভাষায় ব্যাকরণের প্রধানত চারটি বিষয় আলোচিত হয়। যথা-ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম।

শাখা	আলোচ্য বিষয়
ধ্বনিতত্ত্ব	ধ্বনির উচ্চারণ প্রণালী, গত ও যত্ব বিধান, উচ্চারণের স্থান,

	ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনিসংযোগ বা সন্ধি ইত্যাদি।
শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব	সমাস, কারক, বচন, পুরুষ, প্রকৃতি ও প্রত্যয় ইত্যাদি।
বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম	উক্তি, বাচ্য, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, যতি বা ছেদ চিহ্ন ইত্যাদি।
অর্থতত্ত্ব	পারিভাষিক শব্দ, বিপরীত শব্দ, প্রতিশব্দ, শব্দজোড়, বাগধারা ইত্যাদি।

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. বাক্য খ. ধ্বনি

গ. শব্দ ঘ. বর্ণ উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধ্বনি ভাষার মৌলিক অংশ ।
- কোন ভাষার উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি ।
- মানুষের মুখনিঃসৃত অর্থবোধক আওয়াজকে ধ্বনি বলে ।
- ধ্বনিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা-
স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি ।
- এক বা একাধিক বিভক্তিয়ুক্ত পদের দ্বারা যখন বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাকে বাক্য বলে ।
- শব্দ বলতে কোন ভাষার মৌখিক ও লৈখিক একককে বোঝায় ।
- ধ্বনির লিখিত রূপকে বলা হয় বর্ণ ।

৬. মৌলিক ব্যঞ্জন ধ্বনি কয়টি? পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল,
চট্টগ্রাম-২০২৩।

ক. ২৮টি

গ. ৩০টি ঘ. ৩১টি উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে কোথাও না কোথাও কোনভাবে বাধা পায় বা ঘর্ষণ লাগে, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।
- ব্যঞ্জনধ্বনি কখনো স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না।
- যেকোন ব্যঞ্জনধ্বনি স্পষ্ট উচ্চারণের জন্য একটি স্বরধ্বনির সাহায্য নিতে হয়।
- মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি দেয়া হলো-
[প],[ফ],[ব],[ভ],[ত],[থ],[দ],[ধ],[ট],[ঠ],[ড],[ঢ],[চ],[ছ]

[ছ],[জ],[ঝ],[ক],[খ],[গ],[ঘ],[ম],[ণ],[ঙ],[স],[শ],[হ]
,[ল],[র],[ড়],[ঢ়]।

- এখানে তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে ধ্বনি বা উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে।

৭. উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী ‘শ’ কেমন ধ্বনি? [পোস্টমাস্টার
জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. তালব্য

খ. কণ্ঠ্য

গ. মূৰ্খন্য

ঘ. দত্ত

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘শ’ তালব্য ধ্বনি।
- তালব্য বা প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি জিভের পাতা উঁচু করে অগ্রতালুর সঙ্গে লাগিয়ে যেসব ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে তালব্য বা প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি বলে। (উচ্চারণস্থান অগ্রতালু, উচ্চারণ-জিভের পাতা)
- এক একটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের জন্য কমপক্ষে দুটি বাকযন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এদের একটি থাকে মুখবিবরের নিচের ভাগে, অন্যটি থাকে উপরের ভাগে।
- উচ্চারণের স্থান অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:-

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম	বর্ণ
ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন	প, ফ, ব, ভ, ম
দন্ত্য ব্যঞ্জন	ত, থ, দ, ধ
দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন	ণ, র, ল, স
মূৰ্ধন্য ব্যঞ্জন	ট, ঠ, ড, ঢ, ঙ, ঞ
তালব্য ব্যঞ্জন	চ, ছ, জ, ঝ, শ
কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন	হ

৮. 'সমভিব্যাহারে' শব্দটির অর্থ কী? [পোস্টমাস্টার জেনারেল,
পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. একাত্তায়

খ. সমান ব্যবহার

গ. সম্ভাবনায়

ঘ. একযোগে

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘সমভিব্যাহারে’ কথাটির অর্থ একযোগে, সঙ্গে, সংঘবদ্ধ হয়ে।
- ‘সমভিব্যাহারে’ শব্দটি ক্রিয়া বিশেষণ।
- যেমন- মন্ত্রী অমাত্য সমভিব্যাহারে রাজা শিকারে চললেন।
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ দেয়া হলো-
 - জাহাঙ্গির আবাদ - গোলামের হাসি

- প্রথিত - বিখ্যাত
- পঞ্চম স্বর - কোকিলের সুরলহরী
- কপর্দকহীন - নিঃস্ব
- আসার - প্রবল বৃষ্টিপাত ইত্যাদি।

৯. ‘দ্বৈপায়ন’ শব্দের শুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

- ক. দ্বীপ + আয়ন খ. দ্বীপ + অয়ন
গ. দ্বিপ + অনট ঘ. দ্বীপ + অনট উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দ্বৈপায়ন শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ = দ্বীপ + অয়ন।
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ দেয়া হল-
 - শশাঙ্ক = শশ + অঙ্ক
 - ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত
 - নয়ন = নী + অনট
 - প্রত্যেক = প্রতি + এক
 - মহৌষধ = মহা + ওষধি ইত্যাদি।

১০. সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

- ক. লুইপা
খ. কাহুপা
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কাহুপা পদের সংখ্যা ১৩টি।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ।
- চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার (রয়েল লাইব্রেরী) থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।
- চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে সঙ্ক্যভাষা বলে আখ্যায়িত করেছেন।
- লুইপা ২টি পদ রচনা করেছেন।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী বলা হয়।
- কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি বলা হয়।

১১. সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ কোনটি?

[পোস্টমাস্টার

- জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]
ক. শাস্ত্রত বঙ্গ খ. প্রবন্ধ সংগ্রহ
গ. পঞ্চতন্ত্র ঘ. কালান্তর উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন।
- তিনি প্রায় ১৮টি ভাষা জানতেন।
- তিনি কাজী নজরুল ইসলামের ‘রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম’ গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন।
- তিনি ছিলেন মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতানের বংশধর।
- তাঁর কিছু বিখ্যাত কর্ম হলো- দেশে-বিদেশে, শবনম, ময়ূরকণ্ঠী, চাচা-কাহিনী, তুলনাহীন ইত্যাদি।
- গ্রন্থ ‘শাস্ত্রত বঙ্গ’ কাজী আবদুল ওদুদের লেখা।
- গ্রন্থ ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’ প্রমথ চৌধুরীর লেখা।
- ‘কালান্তর’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

১২. সারাংশ লিখনে একাধিক অনুচ্ছেদ থাকা —।

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

- ক. অপরিহার্য খ. বাঞ্চনীয়
গ. অসম্ভব ঘ. অপ্ৰয়োজনীয় উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সারাংশ লেখার উদ্দেশ্য বক্তব্য সংক্ষেপণ।
- সারাংশের মূল উদ্দেশ্য হলো অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধরা।
- সারাংশে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হয়।
- সারাংশ লিখতে ভাষার বাহুল্য, উপমা, অলংকার এই সকল বিষয় বর্জনীয়।
- সারাংশে অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা নেই।
- সারাংশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রাঞ্জলতা।
- সারাংশ প্রথম পুরুষে লিখতে হয়।

১৩. একটি পত্রের প্রধান অংশ কয়টি? [পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

- ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পত্রের দুটি অংশ থাকে, যথা-
ক) বাইরের অংশ বা শিরোনাম
খ) ভেতরের অংশ বা পত্রগর্ভ
- শিরোনামের প্রধান অংশ প্রাপকের ঠিকানা।
- শিরোনামের অংশে চিঠির খামের ওপরে বামদিকে প্রেরকের ঠিকানা ও ডান দিকে প্রাপকের ঠিকানা লিখতে হয়।
- ‘লেখাফা’ শব্দের অর্থ খাম বা চিঠিপত্রের উপরের আবরণবিশেষ; এতে ডাকটিকেট লাগানো হয়।

- Biddabari**
your success benchmark

- সায়ন্তন-সন্ধ্যা
- সম্বোধন-আহবান
- প্রকর্ষ-উৎকর্ষ ইত্যাদি।

২০. ‘তিলে তৈল আছে’ কোন কারকে কোন বিভক্তি?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাবঙ্গল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. অপাদানে ৭মী খ. অধিকরণে ৭মী
গ. সম্প্রদানে ৭মী ঘ. অপাদানে ৫মী উত্তর: খ
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ত্রিয়ার সম্প্রদানের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে।
- এই কারকে সপ্তমী অর্থাৎ এ, য়, তে ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়।
- ত্রিয়ার সাথে কোথায়/কখন/কিসে যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই অধিকরণ কারক।
- অধিকরণ কারকের উদাহরণ-
 - আকাশে চাঁদ উঠেছে (অধিকরণে ৭মী)
 - এ বছর খুব ভালো ফসল হয়েছে (অধিকরণে শূন্য)
 - একদিন যাবো (অধিকরণে শূন্য)
 - কাজে মন দাও (অধিকরণে ৭মী)
 - কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল (অধিকরণে ৭মী) ইত্যাদি।
- যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। যেমন- জলে বাষ্প হয় (অপাদানে ৭মী)

- যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন- গৃহীনে গৃহ দাও। (সম্প্রদানে ৭মী)

- অপাদানে ৫মী এর উদাহরণ- ধন হইতে সুখ হয় না।

২১. চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত- এটি প্রথম প্রমাণ করেন কে?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাবঙ্গল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) তাঁর গবেষণাগ্রন্থ ‘Origin and development of the Bengali language’ এর মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে চর্যাপদের ভাষা বাংলা।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্দশন চর্যাপদ।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার (রয়েল লাইব্রেরী) থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।
- চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন কাহুপা।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছদ্মনাম কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি উপাধি দিয়েছেন ব্রহ্মবাক্তব উপাধ্যায়।

iddabari
your success benchmark

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কমিউনিটি অর্গানাইজার)-বাংলা

১. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস ‘নিষিদ্ধ লোবান’ কার রচনা?

[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. আমজাদ হোসেন

খ. হুমায়ূন আহমেদ

গ. শওকত ওসমান

ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস নীল দংশন, তাছাড়া তিনি আরো কিছু উপন্যাস লিখেছেন। যেমন: খেলারাম খেলে যা, সীমানা ছাড়িয়ে।
- শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস হলো দুই সৈনিক, জলাঙ্গী, নেকড়ে অরণ্যে।
- হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো হলো: জোছনা ও জননীর গল্প, আগুনের পরশমণি, অনীল বাগচীর একদিন, শ্যামল ছায়া।
- আমজাদ হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো হলো যুদ্ধে যাবো, অবেলায় অসময়, উত্তরকাল, যুদ্ধযাত্রার রাত্রি।

২. ‘যা লাফিয়ে চলে’ এর এক কথায় প্রকাশ কী?

[স্থানীয়

সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. প্লবগ

খ. অসাড়

গ. সসাড়

ঘ. মেটে

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অসাড় বিশেষণ পদ। অসাড় শব্দের অর্থ— অনুভূতিশূন্য অবশ। উদাহরণ— রোগীর বাম অঙ্গ অসাড়, অজ্ঞান ঘুমে অসাড়।
- যে লাফিয়ে চলে তাকে প্লবগ বলে।
- প্লবগ যেমন: ব্যাঙ, বানর।

৩. যৌগিক শব্দ কোনটি? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. প্রবীণ

খ. তৈল

গ. জলধি

ঘ. গায়ক

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে সকল শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তাকে রুঢ়ি শব্দ বলে। যেমন: প্রবীণ, হস্তী, গবেষণা, সন্দেশ।
- সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ

গ্রহণ করে, তাদের যোগরুঢ় শব্দ বলে। যেমন: আদিত্য, জলদ, তুরঙ্গম, পঙ্কজ।

৪. ‘মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি’ এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. নওয়াব আব্দুল লতিফ খ. হাজী মুহম্মদ মুহসীন

গ. সৈয়দ আমীর আলী ঘ. স্যার সলিমুল্লাহ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নওয়াব আব্দুল লতিফ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন ১৮৬৩ সালে। আব্দুল লতিফ ১৯শ শতকের বাঙালি মুসলিম শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী। তাকে ‘মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূত’ বলা হয়।
- হাজী মুহম্মদ মুহসীন ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একজন প্রখ্যাত মুসলিম জনহিতৈষী, ধার্মিক, জ্ঞানী ব্যক্তি। যিনি তার নিজের দানশীলতার মহৎ গুণাবলীর জন্য দানবীর খেতাব পেয়েছিলেন।
- সৈয়দ আমীর আলীর ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কয়েকটি বিখ্যাত বই রচনা করেছিলেন।
- বইগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম।

৫. রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কবিতা কোন ছন্দে রচিত?

[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. স্বরবৃত্ত

খ. অক্ষরবৃত্ত

গ. মন্দাক্রান্ত

ঘ. মাত্রাবৃত্ত

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সোনার তরী কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ) বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত প্রধান তিনটি ছন্দের একটি। অন্য দুটি হলো স্বরবৃত্ত ছন্দ এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।
- মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলোর মূলপর্ব ৪, ৫, ৬, ৭ মাত্রার হতে পারে।
- অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মূল পর্ব ৮ বা ১০ মাত্রার হয়। অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয়।

৬. ‘লেফাফাদুরস্ত’ বাগধারায় ‘লেফাফা’ শব্দের

আভিধানিক অর্থ—

[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. পোশাক

খ. খাম

গ. দেনা

ঘ. ফাঁপা

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- লেফাফা শব্দের অর্থ মোড়ক। লেফাফা আরবি শব্দ, বিশেষ্য পদ। এর অর্থ চিঠি প্রভৃতি প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত কাগজের তৈরি মোড়ক, খাম, ইংরেজিতে বলে Envelope।

৭. ‘ছাদ থেকে নদী দেখা যায়’ এখানে ‘ছাদ’ কোন কারকে কোন বিভক্তি? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

- ক. কর্মে পঞ্চমী খ. করণে পঞ্চমী
গ. অপাদনে পঞ্চমী ঘ. অধিকরণে পঞ্চমী
- উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধার (স্থান) কে অধিকরণ কারক বলে।
- স্থান-সময়-বিষয় বুঝালে অধিকরণ কারক হয়।
- প্রদত্ত প্রশ্নে “ছাদ” শব্দটি অধিকরণ কারক।
- আকাশে চাঁদ উঠেছে— অধিকরণ কারক, প্রভাতে সূর্য উঠে— অধিকরণ কারক।

৮. ‘রাতুল’ শব্দের অর্থ— [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

- ক. লাল মোরগ খ. লাল পদ্মা
গ. লাল শামুক ঘ. লাল
- উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- রাতুল বিশেষণ পদ।
- লাল রক্তবর্ণ, রাঙা রাতুল চরণ।
- তাম্বুল রাতুল হইলো অধর পরশে (মূলে আছে- তাম্বুলের রক্ত লেগে অধর রক্তিম হল)।

৯. ‘কেষ্ট বিষ্ট’— এর অর্থ কী? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

- ক. প্রণাম খ. উভয় সংকট
গ. লণ্ড-ভণ্ড ঘ. গণ্যমান্য
- উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শাখের করাট বাগধারাটির সঠিক অর্থ উভয় সংকট।
- কেষ্ট-বিষ্ট বাগধারাটির সঠিক অর্থ গণ্যমান্য।
- প্রারম্ভিক সম্বোধনকে প্রণাম বা নমস্কার বলে।

১০. ‘জল’ শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

- ক. সলিল খ. উদক
গ. জলধি ঘ. নীর
- উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জলের সমার্থক শব্দগুলো হলো: জল, সলিল, উদক, নীর, পানি, জীবন।
- সমুদ্রের সমার্থক শব্দগুলো হলো: সমুদ্র, বারিধি, পারাবার, জলধি।

১১. ‘মা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন’ বাক্যটিতে ‘খাওয়াচ্ছেন’ কোন ক্রিয়াপদের উদাহরণ? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

- ক. ঋণাত্মক খ. দ্বিকর্মক
গ. যৌগিক ঘ. গিজন্ত
- উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: সাইরেন বেজে উঠল।
- যে ক্রিয়া একজনের প্রয়োজনা বা চালনায় অন্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।
- একে গিজন্ত ক্রিয়াও বলা হয়। যেমন: মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

১২. মিশরীয় সভ্যতার চিত্রলিপিকে কী বলে? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

- ক. ওডিসি খ. হায়ারোগ্লিফিক
গ. প্যাপিরাস ঘ. ক্যালিগ্রাফি
- উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মিশরীয় সভ্যতার চিত্রলিপিকে হায়ারোগ্লিফিক বলে।
- হায়ারোগ্লিফিকে মিশরীয়দের অবদান অনস্বীকার্য।
- তারা মানচিত্র, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা নির্ধারণে ভূমিকা পালন করেন।
- মিশরীয় ফারাও মেনেসের রাজত্বকালে হায়ারোগ্লিফিক লিপির সৃষ্টি হয়।
- এই লিপিতে সর্বশেষ ৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফিলিতে অবস্থিত দেবী আইসিসের মন্দিরের গায়ে লেখা হয়।

১৩. ‘বটতলার উপন্যাস’ গ্রন্থের লেখকের নাম কী? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

- ক. দিলারা হাশেম খ. রাজিয়া খান
গ. রিজিয়া রহমান ঘ. সেলিনা হোসেন
- উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বটতলার উপন্যাস গ্রন্থের লেখিকা রাজিয়া খান।
- দিলারা হাশেম এর উপন্যাস— আমলকীর মৌ, ঘর মন জানালা।
- সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো হলো: জ্যোৎস্নায় সূর্যজ্বালা, হাওর নদী প্রেনেড,

Biddabari
your success benchmark

২১. ‘খাপছাড়া’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. জসীমউদ্দিন

ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো: বড়দিদি, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, পথের দাবী, দেবীপাওনা।
- রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হলো: শেষকথা, মধ্যবর্তিনী, মাল্যদান, মহামায়া, স্ত্রীরপত্র।
- জসীমউদ্দীনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো: নকশী কাঁথার মাঠ, ধানখেত, এক পয়সার বাঁশ।
- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত গান “ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা”।
- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালে ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন।

২২. ‘আইনজীবী’ শব্দটি কোন দুইয়ের যোগফল? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. তৎসম + ফারসি খ. আরবি + তৎসম

গ. তদ্ভব + তৎসম ঘ. তৎসম + আরবি উত্তর: ঘ

নোট: আইনজীবী (ফারসি + তৎসম)।

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আইনজীবীর সঠিক মিশ্র শব্দ হলো ফারসি + তৎসম।
- আরো কিছু মিশ্র শব্দ (তৎসম ফারসি) উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো:
শ্রমিক মালিক (তৎসম + ফারসি)
শাকসবজি (তৎসম + ফারসি)
রাজা বাদশা (তৎসম + ফারসি)
ফুলদানি (তৎসম + ফারসি)
আইনজীবী (ফারসি + তৎসম)

২৩. ‘অভাব’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. আলুনি খ. অকাজ

গ. আবছায়া ঘ. নিখুঁত উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নিন্দিত অর্থে ব্যবহৃত হয় অকাজ, অকেজো, অপয়া, অচেনা।
- অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয় আকাড়া, আধোয়া, আলুনি, আঢাকা, আঘাটা।
- অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয় আবছায়া, আবডাল।
- নাই অর্থে ব্যবহৃত হয় নিখুঁত, নিখোজ, নিলাজ।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী পরিচালক (অর্থ)- বাংলা

১. রবীন্দ্রনাথের নাটক কোনটি? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২০]

ক. চোখের বালি খ. বলাকা

গ. ঘরে বাইরে ঘ. রক্তকরবী উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- “রক্ত করবী” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (৭ মে, ১৮৬১–৭ আগস্ট, ১৯৪১) একটি রূপক সাংকেতিক নাটক।
- “রক্ত করবী” নাটক প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে।
- “রক্ত করবী” নাটকে ধনের উপর ধানের, শক্তির উপর প্রেমের এবং মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু বিখ্যাত কর্ম হলো: ছুটি, হৈমন্তী, চিরকুমার সভা, ভানুসিংহের পত্রাবলী, মায়ার খেলা ইত্যাদি।
- তাকে ‘গুরুদেব’ উপাধি দেন মহাত্মা গান্ধী।
- ‘চোখের বালি’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

২. ‘ঢাকের কাঠি’ বাগধারার অর্থ- [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২০]

ক. সাহায্যকারী খ. তোষামুদে

গ. বাদক ঘ. আমুদে উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘ঢাকের কাঠি’ বাগধারাটির অর্থ তোষামুদে।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা দেয়া হলো—
* আদিখ্যেতা—ন্যাকামি
* উত্তম মধ্যম—প্রহার
* গডলিকা প্রবাহ—অন্ধ অনুকরণ
* কাছা ঢিলা—অসাবধান
* ডাক বুকো—দুরন্ত ইত্যাদি।

৩. নিচের কোনটি শুদ্ধ? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]

ক. স্টেশন থ. ইস্টিশন

গ. স্টেশন ঘ. ষ্টেশন

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্টেশন বানানটি হলো শুদ্ধ।
- নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধ বানান দেয়া হলো—
 - * একানুবর্তী
 - * ছান্দসিক
 - * প্রতিদ্বন্দ্বী
 - * বুদ্ধিজীবী
 - * কুসংস্কার ইত্যাদি।

৪. ‘বনফুল’ কার ছদ্মনাম? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]

ক. প্রমথ চৌধুরী

খ. যতীন্দ্রনাথ বাগচী

গ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ঘ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯–১৯৭৯) প্রথম জীবনীনাটক রচনা করেন।
- তিনি ছোটগল্পের শিল্পী হিসেবে সমধিক পরিচিত।
- তাঁর কিছুগুরুত্বপূর্ণ কাজ— মৃগয়া, রাত্রি, বনফুলের কবিতা, চতুর্দশী, দ্বৈরথ ইত্যাদি।
- সাহিত্য রচনার জন্য “পদ্মভূষণ” উপাধি লাভ করেন।
- ‘মালধ্ব’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।
- প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম ‘বীরবল’।
- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বনফুল ছদ্মনামেই অধিক পরিচিত।
- কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ছদ্মনাম রামচন্দ্র দাস সংক্ষেপে রাম।

৫. ‘স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থানুর ললাটে’ এখানে ‘বিধু’ কি? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]

ক. সমুদ্র থ. চাঁদ

গ. আকাশ ঘ. বায়ু

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চাঁদের আরো কিছু সমার্থক শব্দ— শশাঙ্ক, চন্দ্র, নিশাকর, শশধর, হিমাংশু ইত্যাদি।
- সমুদ্রের কিছু সমার্থক শব্দ— সাগর, মহাসমুদ্র, উদধি, অম্বুধি, অর্ণব ইত্যাদি।
- আকাশের সমার্থক শব্দ— আসমান, অম্বর, গগন, বেয়াম, দ্যুলোক ইত্যাদি।

- বায়ুর সমার্থক শব্দ— বাতাস, অনিল, পবন, হাওয়া, সমীর ইত্যাদি।

৬. ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’- এ কবিতাংশটি কোন কবির? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]

ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

গ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও (১৭১২–১৭৬০) মঙ্গল কাব্যধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত “অন্নদামঙ্গল” কাব্যের একটি বিখ্যাত উক্তি এটি।
- কাব্যে উক্তিটি ব্যবহার করেছেন ঈশ্বর পাটনী।
- নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের স্বীকৃতিতে তাকে “রায়গুণাকর” উপাধিতে ভূষিত করেন।
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে তুলনা করেন “রাজকণ্ঠের মণিমালার”-র সঙ্গে।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ১৭৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর সাথে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সমাপ্তি হয়।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি বলা হয়।
- কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের বিদ্রোহী কবি বলা হয়।

৭. চর্যাপদ কি? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]

ক. উপন্যাসধর্মী থ. কাব্যধর্মী

গ. আত্মজীবনী ঘ. ভ্রমণকাহিনী

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ।
- চর্যাপদ গানের সংকলন বা সাধন সংগীত বা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ রচনা করেন।
- ১৮৮২ সালে ‘বিবিধার্থ পত্রিকা’র সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুঁথির একটি তালিকা প্রস্তুত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- “বনলতা সেন” কবিতাটি লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪)।
- তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন।
- তাকে রূপসী বাংলার কবি, ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, চিত্ররূপময় কবি বলা হয়।
- তাঁর ওপর গবেষণা করেন ক্লিনটন বি.সিলি।
- তাঁর কিছু বিখ্যাত কর্ম হলো ধূসর পাণ্ডুলিপি, ঝরা পালক, রূপসী বাংলা, বাংলার তীরে, মহাপৃথিবী ইত্যাদি।
- “বনলতা সেন”— এই কবিতাটি প্রধানত রোমান্টিক গীতি কবিতা হিসেবে সমাদৃত, এতে মোট কবিতা ৩০টি।
- ‘সোনার তরী’ হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত একটি বিখ্যাত বাংলা কাব্যগ্রন্থ।
- ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম।

১৩. ‘চৈত্র দুপুরে একেলা পুকুরে গ্রামীণ মেয়ের অবাধ সাঁতার’ কবিতাংশটি কোন কবির? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]

ক. জীবনানন্দ দাশ খ. সুকুমার রায়
গ. সৈয়দ আলী আহসান ঘ. শামসুর রহমান উত্তর: ঘ

- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- উপরে বর্ণিত লাইনটি “স্বাধীনতা তুমি” কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে।
 - শামসুর রাহমান (১৯২৯–২০০৬) মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি কলকাতার ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘মজলুম আদিব’ ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন।
 - তিনি “নাগরিক কবি” হিসেবে খ্যাত।

- তাঁর মোট কাব্যগ্রন্থ ৬৫টি।
- “স্বাধীনতা তুমি”— মুক্তিযুদ্ধের সময় এপ্রিলের প্রথম দিকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে কবিতাগুলো রচনা করেন।
- জীবনানন্দ দাশকে রূপসী বাংলা কবি, ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, চিত্ররূপময় কবি বলা হয়।
- সুকুমার রায়ের ছদ্মনাম “উহ্যমান পন্ডিত”।
- সৈয়দ আলী আহসান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে “চেনাকণ্ঠ” ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।

১৪. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি?

৭ [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]
ক. নদ খ. ননদ
গ. কবিরাজ ঘ. ব্রাহ্মণ উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কবিরাজ শব্দটির লিঙ্গান্তর হয় না।
- ননদের স্ত্রী লিঙ্গ— দেবর ও ননদাই।
- লিঙ্গান্তর হয় না এমন কিছু শব্দ হলো— কুলটা, পল্লী, সৎমা, যোদ্ধা, সেনাপতি ইত্যাদি।

১৫. কোনটি শুদ্ধ বানান? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]

ক. ইতোমধ্যে খ. ইতিমধ্যে
গ. ইতঃমধ্যে ঘ. ইতোঃমধ্যে উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ইতোমধ্যে বানানটি শুদ্ধ।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধ বানান দেয়া হল—
 - * প্রতিযোগিতা
 - * সান্ত্বনা
 - * সমীচীন
 - * শাস্ত
 - * বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি।